আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে

8/31/2017



সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(For Islamic Brothers)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন। কেননা, যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, নফল ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে এবং সাধারনভাবে মসজিদে খাওয়া-দাওয়াও জায়িয হয়ে যাবে।

দরূদ শরীফের ফযীলত

নবীয়ে মুকাররম, নূরে মুজাসসম صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: জুমার দিন আমার প্রতি অধিক হারে দরূদ শরীফ পাঠ করো, কেননা প্রত্যেক জুমার দিন আমার উম্মতের দরূদ আমার দরবারে উপস্থাপন করা হয়, আর এর মধ্যে যে সবচেয়ে বেশি দরূদ শরীফ পাঠকারী হবে, সে আমার সবচেয়ে বেশি নিকটবর্তী হবে। **(সুনানে কবীর লিল বাইহাকী, কিতাবুল জুমুআ, ৩/৩৫৩, হাদীস নং-৫৯৯৫)**

খুব ভেজু মিল কে দিওয়ানো! আদব সে ঝুম কর, তুম মদীনে কে হাসিন গুলজার পর লাখো সালাম।
(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৬০২ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে বয়ান শ্রবণ করার পূর্বে কিছু ভালো ভাল নিয়্যত করে নিই। **ফরমানে মুস্তফা** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হচ্ছে: "نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهٖ" মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম। **(মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস: ৫৯৪২)**

দু'টি মাদানী ফুল:

(১) ভালো নিয়্যত ছাড়া কোন উত্তম কাজের সাওয়াব পাওয়া যায় না।

(২) ভালো নিয়্যত যত বেশি হবে, সাওয়াবও তত বেশি পাওয়া যাবে।

www.dawateislami.net

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

✱ দৃষ্টিকে নত রেখে গভীর মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। ✱ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে **ইলমে দ্বীনের** সম্মাণার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। ✱ প্রয়োজনে সামনে এগিয়ে অন্যদের জন্য জায়গা প্রসারিত করবো। ✱ ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্যধারণ করবো, ধমকানো, ঝগড়া করা বা বিশৃংখলা করা থেকে বেঁচে থাকবো। ✱ صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ,اُذْكُرُوا اللّٰه! ,تُوْبُوْا اِلَى اللّٰه! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীর মনতুষ্টির জন্য উচ্চস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ✱ বয়ানের পর নিজেই আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

মন্ত্রীত্ব কেন উৎসর্গ করলেন?

বর্ণিত রয়েছে; খলিফা হারূনুর রশীদের মন্ত্রী হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ্ বিন মুশাররফ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه একদিন হারূনুর রশীদের সামনে বসা ছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: হে মুসলমানদের খলিফা! যদি কোন ব্যক্তি আপনার দরবারে আবেদন করে যে, আমার গোলাম পলায়ন করে আপনার কাছে এসে গেছে, আপনি আমাকে আমার গোলাম ফিরিয়ে দিন, তবে কি আপনি তার গোলাম ফিরিয়ে দিবেন? খলিফা বললো: কেন নয়। তখন হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ্ বিন মুশাররফ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه আরয করলেন: জনাব! আমীর তো **আল্লাহ্ তায়ালার** গোলাম, যে তার আসল মালিক **আল্লাহ্ তায়ালার** দরবার থেকে পালিয়ে এসেছে, আপনি আমাকে **তাঁর** খেদমতে উপস্থিত হওয়ার জন্য ছেড়ে দিন, যেন আমি আবারো **তাঁর** দরবারে উপস্থিত হয়ে যেতে পারি। একথা শুনে খলিফা হারূনুর রশীদ এবং সেখানকার সকল উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ কেঁদে দিলেন, অতঃপর খলিফা বলতে লাগলেন: আমাদের মধ্য হতে এই ব্যক্তি মুক্তি পেয়ে গেছে, আর আমরা এখানে বসে তাকে দেখছি। একথা বলে খলিফা হারূনুর রশীদ তাকে চলে যাওয়ার জন্য অনুমতি দিয়ে দিলেন, অনুমতি নামা শুনে হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ্ বিন মুশাররফ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه উঠলেন এবং তখনই ইহরাম বেঁধে لَبَّيْكَ ط اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ বলতে বলতে হেরমে পাকের দিকে রওয়ানা হয়ে

www.dawateislami.net

গেলেন। পথে হযরত সায়্যিদুনা সুফিয়ান ছওরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর সাথে সাক্ষাৎ হলো এবং দেখলেন যে, তিনি মাটিতে শুয়ে আছেন, মাটি উড়ে এসে তাঁর চেহারার উপর পড়ছে। হযরত সায়্যিদুনা সুফিয়ান ছওরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ সালাম করার পর তাকে জিজ্ঞাসা করলেন: হে আব্দুল্লাহ্! সবকিছু ছাড়ার বিনিময়ে **আল্লাহ্ তায়ালা** তোমাকে কি দিয়েছেন? তিনি বললেন: হে সুফিয়ান! **আল্লাহ্ তায়ালার** পথে নিজের মন্ত্রীত্ব এবং অন্যান্য সহায়-সম্বল উৎসর্গ করার বিনিময়ে **আল্লাহ্ তায়ালা** আমাকে এটা দিয়েছেন যে, **"আমাকে তাঁর সন্তুষ্টি দান করেছেন"** যাতে আমি এই মুহূর্তে রয়েছি। যখন হেরেমের মাশায়িখে এযামগণ এই নেককার মন্ত্রীর আসার সংবাদ পেলো তখন তারা সালাম পেশ করার জন্য তাঁর দরবারে উপস্থিত হলো, তাকে ময়লাযুক্ত এবং ধূলামলিন দেখে তারা জিজ্ঞাসা করলো: কোন পানি ছাড়া, কোন ছায়া ছাড়া ময়দানের সফর আপনি কিভাবে সহ্য করলেন?

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ্ বিন মুশাররফ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ উত্তর দিলেন: যে অপরাধী গোলামের অন্তর তাকে মুনিবের দরজার দিকে নিয়ে যাচ্ছি, সে তার মুনিবের দরবারে কিভাবে এসে থাকে? যদি আমার ক্ষমতা থাকতো তবে আমি মাথার উপর ভর করে আসতাম। একথা বলতে বলতে তিনি কাঁদতে লাগলেন, জিজ্ঞাসা করা হলো: কেন কাঁদছেন? বললেন: আমি আমার সাহায্যকারীকে আগে পাঠিয়ে দিয়েছি, হয়তো! **তাঁর** শাফায়াত কবুল হয়ে যাবে। যখন তাঁর দৃষ্টি বাইতুল্লাহ্ শরীফের উপর পড়লো তখন এক উচ্চস্বরে চিৎকার দিলেন এবং তাঁর রূহ দেহ পিঞ্জর থেকে বের হয়ে গেলো। **(হিকায়াতেঁ অউর নসীহতেঁ, ২৬৯ পৃষ্ঠা)**

বে সবব এ্যয় খোদা করদে বখশীশ, হাশর মে মুঝ চে করনা না পুরসিশ,
নাম গাফ্ফার মওলা তেরা হে, ইয়া খোদা! তুঝ চে মেরী দোয়া হে।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ১৩৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিঃসন্দেহে আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনরা **আল্লাহ্ তায়ালার** পথে অনেক কিছু কোরবানী দিয়েছেন, কখনো সম্পদ কোরবানী দিয়েছেন, কখনো বা জীবন কোরবানী করেছেন, কখনো রাজত্ব কোরবানী করেছেন, কখনো বা মন্ত্রীত্ব কোরবানী দিয়েছেন, মোটকথা যখন, যেখানে, যা কোরবানী করার প্রয়োজন

www.dawateislami.net

হয়েছে তারা সেই জিনিসটিই **আল্লাহ্ তায়ালা**র দরবারে কোরবানী করে দিয়েছেন, যেমনটি বর্ণনাকৃত কাহিনীতে একজন মন্ত্রী শুধুমাত্র **আল্লাহ্ তায়ালা**র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই নিজের মন্ত্রীত্ব, নিজের ধন-সম্পদ, নিজের দুনিয়াবী আরাম আয়েশ সব কিছু কোরবানী করে দিয়েছেন, রাত দিন **আল্লাহ্ তায়ালা**র ইবাদতে অতিবাহিত করে এই দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন এবং শতাব্দির পর শতাব্দি অতিবাহিত হওয়ার পরও তাঁদের এই মহান কোরবানী সমূহের আলোচনা আজও চারিদিকে অব্যাহত আছে। সুতরাং আমাদের উচিৎ, আমরা শুধু কথা বলা, অবসর বসে থাকা, অহেতুক সময় নষ্ট করা এবং টাল বাহানা করার পরিবর্তে আমলী ভাবে সেই **আল্লাহ্** ওয়ালাদের মোবারক জীবন থেকে মাদানী ফুল অর্জন করে **আল্লাহ্ তায়ালা**র পবিত্র সত্তার প্রতি ভরসা করে নিজের মাঝে দ্বীনের জন্য কোরবান হয়ে যাওয়ার প্রেরণা সৃষ্টি করার চেষ্টা করি।

মনে রাখবেন! আম্বিয়ায়ে কিরাম, সাহাবায়ে কিরাম এবং পরবর্তীতে আসা বুযুর্গানে দ্বীনগণ আপন আপন মর্যাদা অনুযায়ী **আল্লাহ্ তায়ালা**র রাস্তায় কোরবানী দিয়েছেন এবং কোরবানীর এই ধারাবাহিকতা আজও অব্যহত রয়েছে।

হযরত আদম عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর যুগে তাঁর শাহাজাদা হযরত সায়্যিদুনা হাবিল رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ **আল্লাহ্ তায়ালা**র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে খোদাভীরুতা অবলম্বন করে প্রথমে নিজের সম্পদ (অর্থাৎ ছাগল) কোরবানী করার জন্য পেশ করলেন অতঃপর নিজের প্রাণ উৎসর্গ করে দিলেন, যার আলোচনা **আল্লাহ্ তায়ালা** ৬ষ্ঠ পারার সূরা মায়েদায় করেছেন এবং মুফাসসীরগণ এই ঘটনা বিস্তারিত ভাবে উদ্ধৃত করেছেন, যেমনিভাবে-

হাবিলের কোরবানী

"হাবিল" এবং "কাবিল" উভয়েই হযরত আদম عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এর সন্তান। বর্ণিত আছে, পৃথিবীর ইতিহাসে সর্ব প্রথম হত্যাকারী কাবিল এবং সর্ব প্রথম খুন হয়েছেন হাবিল, এই দু'জনের ঘটনাটি অনেকটা এরকম, হযরত হাওয়া رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا এর প্রত্যেক প্রসবে একটি ছেলে এবং একটি মেয়ে জন্ম হতো। আর এক জোড়ার ছেলের সাথে অপর জোড়ার মেয়ের বিয়ে দেয়া হতো। এই নিয়মে হযরত আদম عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام কাবিলের বিয়ে "লেইয়ুযা" এর সাথে (যার জন্ম হাবিলের সাথে

www.dawateislami.net

হয়েছিলো) দিতে চাইলো, কিন্তু কাবিল এতে রাজি হলো না, কেননা আকলিমা অত্যধিক সুন্দরী ছিলো, তাই সে তাকে বিয়ে করতে চাইলো। হযরত আদম عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام তাকে অনেক বুঝালো যে, আকলিমা তোমার সাথে জন্মেছে, এই কারণে সে তোমার বোন, তার সাথে তোমার বিয়ে হতে পারে না, কিন্তু কাবিল নিজের একগুঁয়ের উপর অটল রইলো। অবশেষে হযরত সায়্যিদুনা আদম عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام আদেশ দিলেন যে, তোমরা দু'জন নিজ নিজ কোরবানী **আল্লাহ্ তায়ালা**র দরবারে পেশ করো। যার কোরবানী কুবল হবে, আকলিমা তার হবে। সেই যুগে কোরবানী কবুলের এমন নিদর্শন ছিলো যে, আসমান থেকে একটি আগুন আসতো এবং যে কোরবানী **আল্লাহ্ তায়ালা**র দরবারে কবুল হতো তা খেয়ে নিতো। সুতরাং কাবিল গমের কিছু ঘাস এবং হযরত হাবিল رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ একটি ছাগল কোরবানীর জন্য পেশ করলো। আসমানী আগুন হযরত হাবিল رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর কোরবানীকে খেয়ে নিলো এবং কাবিলের ঘাসগুলো ছেড়ে দিলো। এই অবস্থায় কাবিলের মনে হিংসা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়ে গেলো এবং সে হযরত হাবিল رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ কে হত্যা করে দেয়ার সংকল্প করলো এবং হাবিলকে বলে দিলো যে, আমি তোমাকে খুন করবো। হযরত হাবিল رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বললেন: কোরবানী কবুল করা **আল্লাহ্ তায়ালা**র কাজ এবং তিনি খোদাভীরু ও একনিষ্টদের কোরবানী কবুল করে থাকেন, যদি তুমি মুত্তাকী হতে তবে অবশ্যই তোমার কোরবানী কবুল হতো।

(আজাইবুল কোরআন মাআ গারাইবুল কোরআন, ৮৫-৮৬ পৃষ্ঠা। সীরাতুল জিনান, ২/৪১৬, ২৭ নং আয়াতের পাদটিকা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্ণনাকৃত কোরআনী ঘটনা থেকে জানা গেলো, **আল্লাহ্ তায়ালা**র পথে কোরবানী দেওয়ার শুরু আদম عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এর যুগ থেকেই হয়েছে এবং এটি আম্বিয়ায়ে কিরামদের عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام মোবারক পদ্ধতি। আম্বিয়ায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام শুধু **আল্লাহ্ তায়ালা**র সন্তুষ্টির জন্যই কঠিনতম সফর করেছেন, কষ্ট সহ্য করেছেন, বাতিলের শক্তিকে কর্তন করে মোকাবেলা করেছেন, নিজের শহর এবং দেশ থেকে হিজরত করেছেন, নিজের জীবনকে ওয়াক্ফ করে দিয়েছেন এবং যেখানে প্রয়োজন হয়েছে সেখানে নিজের পবিত্র প্রানকেও বিসর্জন করে দিয়েছেন। তেমনিভাবে-

www.dawateislami.net

আম্বিয়াদের عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام কোরবানী

হযরত সায়্যিদুনা আবু উবাইদা বিন জাররাহ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বর্ণনা করেন যে, আমি আরয করলাম: **ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! কিয়ামতের দিন কোন লোকদের বেশি আযাব হবে? **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: যারা নবীদের হত্যা করেছে বা নেকীর আদেশ প্রদানকারী এবং মন্দ কাজ থেকে বারণকারীদের হত্যা করেছে, অতঃপর **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এই আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন:

اِنَّ الَّذِیْنَ یَكْفُرُوْنَ بِاٰیٰتِ اللّٰهِ وَ یَقْتُلُوْنَ النَّبِیّٖنَ بِغَیْرِ حَقٍّۙ وَّ یَقْتُلُوْنَ الَّذِیْنَ یَاْمُرُوْنَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِۙ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِیْمٍ ﴿۲۱﴾

(পারা ৩, আলে ইমরান, আয়াত ২১)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: ঐসব লোক, যারা **আল্লাহ্**র আয়াত সমূহকে অস্বীকারকারী হয় এবং পয়গাম্বরগণকে অন্যায়ভাবে শহীদ করে এবং ন্যায়পরায়ণতার নির্দেশ দাতাদেরকে হত্যা করে, তাদেরকে সুসংবাদ দিন বেদনাদায়ক শাস্তির!

অতঃপর **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: হে আবু উবাইদা (رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ)! বনি ইসরাঈলিরা সকালের প্রথম ওয়াক্তে ৪৩ জন নবীকে শহীদ করে দিয়েছে, বনি ইসরাঈলের ১১২ জন ইবাদতকারী ছিলো, তারা তাদেরকে নেকীর আদেশ দিতো, মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখতো, তখন বনি ইসরাঈলের লোকেরা সেই দিনের শেষ অংশে তাদের সবাইকে শহীদ করে দেয়।

(জামেয়েল বয়ান, ৩/২১৬, নম্বর-৬৭৭৭)

টুটে গো সর পে কোহে বলা সবর কর, এয় মুবাল্লিগ না তু ডগমগা সবর কর,
লব পে হরফে শিকায়ত না লা সবর কর, হ্যাঁ এহি সুন্নাতে শাহে আবরার হে।

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্ণনাকৃত হাদীসে মোবারাকা থেকে জানা গেলো, অনেক আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَیْہِمُ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام **আল্লাহ্**র রাস্তায় নিজের প্রাণের কোরবানী পেশ করেছেন। আসুন! এবার হযরত সায়্যিদুনা ইব্রাহিম عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام এর কোরবানী সম্পর্কে শুনার সৌভাগ্য অর্জন করি, তিনি عَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَ السَّلَام **আল্লাহ্ তায়ালার** সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে শুধু নিজের সন্তান এবং পরিবারকে নির্জন মরুভূমিতে একা ছেড়ে দিয়ে

www.dawateislami.net

মহান কোরবানীর সৌভাগ্য অর্জন করেছেন তাই নয়, বরং **আল্লাহ্ তায়ালার** পথে নিজের সন্তানকে উৎসর্গ করতেও দ্বিধা করেননি।

ভালবাসার পরীক্ষা

হযরত সায়্যিদুনা ইসমাঈল عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এর জন্মের পর তাঁর সম্মানিত পিতা হযরত সায়্যিদুনা ইব্রাহিম عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এর প্রতি ওহী আসলো যে, আপনি হযরত হাজেরা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْهَا এবং হযরত ইসমাঈল عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام কে এমন স্থানে নিয়ে যান যেখানে বর্তমানে মক্কায়ে মুকাররমা রয়েছে। হযরত ইব্রাহিম عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام তাঁদের দু'জনকে নিজের সাথে বুরাকের উপর আরোহন করিয়ে সিরিয়া থেকে হেরেমের জমিনে নিয়ে আসলেন এবং কাবায়ে মুকাদ্দাসার নিকট নামালেন, এখানে তখন কোন লোকালয় ছিলো না, কোন ঝর্ণা ও পানি ছিলো না, একটি পাত্রে খেজুর এবং একটি পাত্রে পানি তাদেরকে দিয়ে তিনি ফিরে গেলেন এবং তাদের দিকে ফিরে তাকাননি, হযরত ইসমাঈল عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এর আম্মাজান হযরত হাজেরা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْهَا আরয করলেন: আপনি কোথায় যাচ্ছেন এবং আমাদের এই উপত্যকায় কোন পরিচিতজন ছাড়াই ছেড়ে চলে যাচ্ছেন? কিন্তু হযরত ইব্রাহিম عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এই কথার কোন উত্তর দিলেন না এবং এদিকে মনোযোগই দিলেন না। হযরত হাজেরা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْهَا কয়েকবার এই কথাই আরয করলেন এবং উত্তর পেলেন না, তখন বললেন যে, **আল্লাহ্ তায়ালা** কি আপনাকে এর আদেশ দিয়েছেন? হযরত ইব্রাহিম عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام বললেন: হ্যাঁ। একথা শুনে তিনি আশ্বস্ত (শান্ত) হয়ে গেলেন, হযরত ইব্রাহিম عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام (সেখান থেকে) তাশরীফ নিয়ে চলে গেলেন।

হযরত হাজেরা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْهَا তাঁর সন্তান হযরত ইসমাঈল عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام কে দুধ পান করাতে লাগলেন, যখন তাঁর কাছে বিদ্যমান পানি শেষ হয়ে গেলো এবং প্রচন্ড পিপাসা লাগলো আর সন্তানের কণ্ঠ শরীফও পিপাসায় শুকিয়ে গেলো তখন তিনি পানির আশায় বা লোকালয়ের সন্ধানে সাফা ও মারওয়ার মাঝে দৌড়ান, এভাবে সাত বার হয়েছিলো, এমনকি ফিরিশতাদের পাখার আঘাতে বা হযরত ইসমাঈল عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এর কদম মোবারক থেকে এই শুকনো জমিনে একটি ঝর্ণা (যমযম) প্রবাহিত হলো। **(সীরাতুল জিনান, ৫/১৮৩)**

www.dawateislami.net

তিন রাতে একই ধরণের স্বপ্ন

হযরত সায়্যিদুনা ইসমাঈল عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এর বাল্যকালে হযরত সায়্যিদুনা ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ্ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام যিলহজ্বের আট তারিখ রাতে স্বপ্ন দেখলেন, কেউ বলছিলেন: নিঃসন্দেহে **আল্লাহ্ তায়ালা** তোমাকে তোমার সন্তানকে জবেহ করার আদেশ দিচ্ছেন। তিনি সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত চিন্তা করতে থাকেন যে, এই স্বপ্ন **আল্লাহ্ তায়ালা**র পক্ষ থেকে নাকি শয়তানের পক্ষ থেকে? এই জন্যই আট (৮) যিলহজ্বের নাম **ইয়াওমুত তারবিয়্যাহ** (অর্থাৎ চিন্তা-ভাবনা করার দিন) রাখা হয়েছে। নবম রাতে আবারো সেই স্বপ্ন দেখলেন এবং সকালে বিশ্বাস করে নিলেন যে, এই আদেশ **আল্লাহ্ তায়ালা**র পক্ষ থেকেই, এজন্য (৯) যিলহজ্বকে **ইয়াওমে আরাফা** (অর্থাৎ পরিচয় লাভের দিন) বলা হয়ে থাকে। দশম রাতে আবারো একই স্বপ্ন দেখার পর তিনি সকালে এই স্বপ্নের উপর আমল করে সন্তানকে কোরবানী করার দৃঢ় ইচ্ছা করে নিলেন, যার কারণে (১০) যিলহজ্বকে **ইয়ামুন নাহার** (অর্থাৎ জবেহের দিন) বলা হয়ে থাকে। **(তাফসীরে কবীর, ৯/৩৪৬)**

আনুগত্যশীল হলে এমনই হওয়া চাই!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিঃসন্দেহে আম্বিয়ায়ে কিরামদের عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام মর্যাদা ও স্থান সমস্ত সৃষ্টি হতে উচ্চ ও উচ্চতর, সুতরাং তাঁদের উপর আসা পরীক্ষাও তেমনি কঠিন হয়ে থাকে, কিন্তু উৎসর্গীত হয়ে যান! সেই পবিত্র ব্যক্তিদের ধৈর্য্য ও দৃঢ়তার প্রতি, তারা এই পথে আসা বিপদাপদকে আনন্দচিত্তে সহ্য করেছেন এবং **আল্লাহ্ তায়ালা**র দরবারে সফল হয়ে উচ্চ মর্যাদা অর্জন করেছেন। তাঁদের এমন মহান কোরবানী সমূহ কিয়ামত পর্যন্ত মানুষের জন্য চলার পাথেয় স্বরূপ। যেমনটি বর্ণনাকৃত ঘটনা থেকে জানতে পারলাম যে, হযরত সায়্যিদুনা ইসমাঈল عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام ছিলেন **আল্লাহ্ তায়ালা**র নৈকট্যশীল এবং মনোনীত নবী, **আল্লাহ্ তায়ালা** তাঁকে বিশেষ নেয়ামত ও অনুগ্রহ দ্বারা ধন্য করেছেন, এই কারণেই যে, তাঁর উপর **আল্লাহ্ তায়ালা**র পক্ষ থেকে যতই পরীক্ষা এসেছে, তিনি তাতে **আল্লাহ্ তায়ালা**র দয়ায় দৃঢ়তা অর্জন করেন এবং মন ও প্রাণ থেকেই এই কোরবানীর জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলেন, যার আদেশ **আল্লাহ্ তায়ালা** তাঁর পিতাকে দিয়েছেন। এই ঘটনা থেকে

www.dawateislami.net

এটাও জানা গেলো যে, হযরত সায়্যিদুনা **ইব্রাহিম** عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام তাঁর **রব তায়ালার** খুবই আনুগত্যশীল এবং বাধ্যগত বান্দা ছিলেন, কেননা (তিনি **আল্লাহ্ তায়ালার** সন্তুষ্টির উদ্দেশ্য নিজের) ঐ সন্তান যাকে অনেক দোয়ার পর বৃদ্ধ বয়সেই পেয়েছিলেন, যে তাঁর চোখের মণি এবং অন্তরের প্রশান্তি ছিলো, স্বাভাবিকভাবে হযরত **ইব্রাহিম** عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام তাঁকে কখনো নিজের কাছ থেকে আলাদা করতে পারতেন না, কিন্তু **আল্লাহ্ তায়ালার** সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে নিজের প্রিয় সন্তান এবং স্ত্রীকে মক্কা উপত্যকার সেই নীরব নিস্তর স্থানে ছেড়ে আসলেন, যেখানে মাথা লুকানোর জন্য গাছের পাতা এবং পিপাসা নিবারনের জন্য পানির একটি ফোঁটাও ছিলো না, ছিলো না কোন বন্ধু বান্ধব, ছিলো না কোন সান্তনা দাতা ও সহানুভূতিশীল ব্যক্তি। যদি আমরা কেউ হতাম তবে সম্ভবত এরূপ কল্পনা করতেই বুক দ্রুত বেগে কাঁপতে থাকতো, বরং দুঃখের আধিক্যে হয়তো ফেটেই যেতো। কিন্তু হযরত **ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ্** عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام **আল্লাহ্ তায়ালার** এই আদেশ শুনে কো কিছু চিন্তা করলেন না, না এক মুহূর্তের জন্যও ভাবনায় পড়লেন না, আর দুঃখ ভারাক্রান্ত হয়ে ভেঙ্গেও পড়লেন না বরং দ্রুত আপন রব তায়ালার আদেশ বাস্তবায়ন করা এবং **আল্লাহ্ তায়ালার** সন্তুষ্টি পাওয়ার জন্য স্ত্রী এবং সন্তানকে নিয়ে সিরিয়া রাজ্য থেকে মক্কার ভূমিতে চলে গেলেন আর সেখানে স্ত্রী সন্তানকে রেখে সিরিয়ায় ফিরে এলেন।

হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কোরবানী সমূহ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! অন্যান্য আম্বিয়ায়ে কিরামের মতোই আমাদের **প্রিয় আক্বা, মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمও অসংখ্য কোরবানী দিয়েছেন, **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দেওয়া কোরবানী সম্পর্কে কেইবা অবগত নয়, রিসালতের ঘোষনা হতেই দুষ্ট কাফেরদের পক্ষ থেকে উগ্রতা ও নিষ্ঠুরতার তুফান চলতে থাকে, কখনো অত্যাচার ও নিপীড়নের পাহাড় ভেঙ্গে পড়লো, কখনো বা বিভিন্ন ধরণের অপবাদ আরোপ করা হয়েছে। **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে مَعَاذَ الله عَزَّوَجَلَّ (**আল্লাহ্**র পানাহ!) মিথ্যাবাদী, জাদুকর বলা হয়েছে, রাস্তায় কাঁটা বিছিয়ে দেয়া হয়েছে, পাথর বর্ষন করা হয়েছে, **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এবং **তাঁর** প্রতি ঈমান আনয়নকারীদের উপর মারাত্মক হামলা করা হয়েছে, এমনকি **তিনি** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم খানায়ে কাবার

www.dawateislami.net

দিকে অশ্রুসজল চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে মক্কায়ে মুকাররমা থেকে মদীনায়ে মুনাওয়ারার দিকে **আল্লাহ্ তায়ালার** আদেশে হিজরত করেন। **তাঁকে** মদীনায় পৌঁছার পরও শান্তিতে থাকতে দেয়া হয়নি। অসভ্য কাফেররা অত্যাচার নিপীড়ন এমনভাবে বৃদ্ধি করে দিলো যে, তারা **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে সাথে মদীনাবাসীরও প্রাণের শত্রু হয়ে গেলো, তাদের পক্ষ থেকে যুদ্ধ শুরু করা হয়েছিলো।

(সীরাতে মুস্তফা, ১১৪-১১৬ পৃষ্ঠা)

ওহ্ দ্বীনে হক কে ওয়াসতে তায়িফ মে যখম খায়েঁ, আফসোস হাম ফাঁসে রাহেঁ ব্যস কারোবার মে।
গম হো কে ইশকে মুস্তফা মে এয় খোদায়ে পাক, করতা রাহোঁ বয়ান সদা আশকবার মে
তবলীগে দ্বীন কে লিয়ে দর দর ফিরোঁ এয় কাশ!, তালিব হোঁ এয়সে ওয়ালওয়ালে কা কিরদিগার মে।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ২৭৫, ২৭৬ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আম্বিয়ায়ে কিরামের عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام চরিত্রের উপর চলে আমাদেরও উচিৎ যে, আমরা নিজেও **আল্লাহ্ তায়ালার** সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ইসলামের উন্নতি ও প্রসার, সুন্নাত শিখতে এবং মানুষের মাঝে নেকীর দাওয়াতকে প্রসার করতে এবং নিজের প্রিয়জন, নয়নের মনিদেরকে নিজের থেকে পৃথক করে কয়েক বছর বা কয়েক মাসের জন্য নয় বরং মাসে মাত্র তিনদিনের জন্য **আল্লাহ্ তায়ালার** রাস্তায় আশিকানে রাসূলের সাথে মাদানী কাফেলায় সফরে যাত্রাকারী হয়ে যাই। সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় নিজের সন্তান এবং বড় সন্তানদের সাথে স্বয়ং নিজেও অংশগ্রহন করাকে আমাদের অভ্যাসে পরিনত হয়ে যেতো। দাঁড়ি, পাগড়ী শরীফ এবং অন্যান্য সুন্নাতের উপর আমল এবং নিজের সন্তানদেরকেও সুন্নাতের উপর আমল করার উৎসাহ প্রদানের সৌভাগ্য নসীব হয়ে যেতো।

অনেক সময় দেখা যায় যে, অনেকে নিজের সন্তানদের হেদায়তের জন্য, তাদেরকে নেককার হওয়ার জন্য বলে থাকে, জনাব দোয়া করে দিন, আমার সন্তান যেন নামাযী হয়ে যায়, তার খারাপ বন্ধুদের বন্ধুত্বের কারণে আমরা খুবই চিন্তাগ্রস্থ, আমাদের কথা শুনেই না, ব্যস! আপনি দোয়া করে দিন যে, সে যেন নেককার হয়ে যায়। এতে আমাদেরও ভাবা উচিৎ যে, আমরা কি নিজে নেককার হতে চাই না? আমাদের নিজের কি নিয়মিত নামায পড়ার প্রয়োজন নেই? কোরআনে করীমের

www.dawateislami.net

তিলাওয়াত কি আমরা করবো না? সুন্নাতের অনুসরন কি আমরা করবো না? আসুন! আজ থেকে আমরা সবাই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করি যে, আমরাও নিজের জীবনকে **আল্লাহ্ তায়ালা** এবং **তাঁর হাবীব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বিধানাবলী অনুযায়ী অতিবাহিত করবো। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ

সুন্নাতোঁ কি করোঁ খুব খিদমত হার কিসি কো দোঁ নেকী কি দাওয়াত,
নেক মে ভি বনোঁ ইলতিজা হে ইয়া খোদা তুঝ চে মেরী দোয়া হে।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ১৩৯ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

সাহাবায়ে কিরামের কোরবানী সমূহ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যেমনিভাবে আম্বিয়ায়ে কিরামগণ **আল্লাহ্ তায়ালা**র সন্তুষ্টির জন্য পর্যায়ক্রমে কোরবানী পেশ করেছেন, তেমনিভাবে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان ও নিজেদেরে যুগে অসংখ্য কোরবানী দিয়েছেন, অনেক সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان নিজের ঘর বাড়ি ছেড়ে মক্কা থেকে মদীনার দিকে হিজরত করেছেন এবং মুহাজিরের উপাধী অর্জন করেছেন। মদীনা মুনাওয়ারায় অবস্থানরত সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان ও কোরবানী দেওয়াতে পিছনে থাকেননি বরং আনন্দচিত্তে আপন মুহাজির ভাইদের জন্য নিজের বাড়ি, জমি, ঘর এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস উৎসর্গ (Sacrifice) করে আনসার (সাহায্যকারী) হওয়ার উদাহরণ প্রতিষ্ঠা করেন। সাহাবায়ে কিরামদের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان বড় একটি অংশ ইসলামের উন্নতির জন্য নিজের প্রাণ কোরবান করেছেন এবং শাহাদতের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়েছেন। অনেকে নিজের সম্পদের কোরবানী পেশ করেছেন। আসুন! এবার সাহাবায়ে কিরামের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان কয়েকটি ঘটনাবলী শ্রবণ করার সৌভাগ্য অর্জন করি যে, তাঁরা **আল্লাহ্ তায়ালা**র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে দ্বীন ইসলামের জন্য কিভাবে নিজের সম্পদ এবং প্রাণ কোরবানী করেছেন।

এক সাহাবীর সম্পদের কোরবানী

আসলে তো সকল সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان বিভিন্ন ভাবে কোরবানী পেশ করেছেন, তবে জলিলুর কদর সাহাবী হযরত সায়্যিদুনা আব্দুর রহমান বিন

www.dawateislami.net

আউফ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর পদ্ধতি ছিলো অনন্য। সুতরাং তিনি (১) **নবীয়ে করীম, রউফুর রহীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর মোবারক জীবদ্দশায় একবার চার হাজার দিনার দান করেন (২) একবার চল্লিশ হাজার দিনার (দিনার স্বর্নের মুদ্রাকে বলা হয়) **আল্লাহ্ তায়ালার** রাস্তায় দিয়েছেন (৩) একবার পাঁচশত ঘোড়া মুজাহিদদের দিয়েছেন (৪) একবার পনেরশত উট **আল্লাহ্ তায়ালার** রাস্তায় দিয়েছেন (৫) ইন্তিকালের সময় পঞ্চাশ হাজার দিনার দান করার জন্য ওসীয়ত করে গেছেন (৬) একবার যখন তিনি অসুস্থ হলে নিজের সম্পদের তিন ভাগের এক ভাগ দান করার জন্য ওসীয়ত করেন কিন্তু পরে তিনি সুস্থ্য হয়ে গেলে সেই সম্পদ তিনি নিজেই দান করে দেন (৭) একবার তিনি সাহাবায়ে কিরামদের عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان বললেন যে, যারা আহলে বদর (অর্থাৎ বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহনকারী) তাঁদের প্রত্যেককে আমি ৪০০ (চারশত) দিনার করে দেবো (৮) একবার একদিনেই দেড় লক্ষ (১,৫০,০০০) দিনার খয়রাত করেন, রাতে হিসাব করলেন, অতঃপর বললেন যে, আমার সকল সম্পদ মুহাজির এবং আনসারদের জন্য সদকা করলাম, এমনকি বললেন: আমার জামা অমুককে এবং পাগড়ী অমুককে (দিয়ে দিবে) (হযরত সায়্যিদুনা) জিব্রাঈল আমীন (রিসালতের দরবারে) উপস্থিত হয়ে আরয করলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ্** (صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم)! আব্দুর রহমানের সদকা কবুল (হয়েছে), তাঁকে বিনা হিসাবে জান্নাতী হওয়ার সংবাদ দিন (৯) তিনি ৩০ হাজার গোলাম আযাদ করেন (১০) সম্মানিতা উম্মাহাতুল মু'মিনীনদের খেদমতে একটি বাগান পেশ করেছিলেন (যা চল্লিশ হাজারে বিক্রি হয়)। **(মিরাতুল মানাজিহ, ৮/৪৪৫)**

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

১২টি মাদানী কাজের একটি কাজ হলো; "মাদানী ইনআমাত"

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! শুনলেন তো আপনারা! হযরত সায়্যিদুনা আব্দুর রহমান বিন আউফ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ দ্বীন ইসলামের উন্নতির জন্য বিভিন্ন সময়ে নিজের অধিকাংশ সম্পদ **আল্লাহ্ তায়ালার** রাস্তায় কোরবানী করে দিয়েছেন। নিঃসন্দেহে বুযুর্গানে দ্বীনদের এই কৃতিত্ব সম্পকে যখনই আলোচনা করা হয়, তখন আমাদের অন্তরেও এরূপ কাজ করার প্রেরণা সৃষ্টি হয়, এই মোবারক ব্যক্তিদের এই ঘটনাবলী

www.dawateislami.net

আজও আমাদের জন্য অনুসরনীয় আদর্শ স্বরূপ। সুতরাং আমাদেরও উচিৎ যে, আমরাও যেন দ্বীনে ইসলামের উন্নতি এবং সুন্নাতের দাওয়াতকে প্রসার করার উদ্দেশ্যে নিজের মন প্রাণ এবং সময়ের কোরবানী দেয়ার প্রেরণাকে উদ্বেলিত করি। এই মাদানী প্রেরণা পাওয়ার জন্য উত্তম উপায় হচ্ছে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যাওয়া এবং ১২টি মাদানী কাজে স্বতঃস্ফুর্ত ভাবে অংশগ্রহন করা। ১২টি মাদানী কাজের মধ্যে একটি মাদানী কাজ হলো নিজের আমলে পরিসংখ্যান করে **"মাদানী ইনআমাত"** এর উপর আমল করে প্রতিদিন ফিক্‌রে মদীনা করা অতঃপর মাস শেষে আপন যিম্মাদারের নিকট মাদানী ইনআমাতের রিসালা জমা করানো। প্রত্যেক **দা'ওয়াতে ইসলামী** ওয়ালাদের উচিৎ যে, নিজেও মাদানী ইনআমাতের উপর আমল করা এবং মাদানী ইনআমাতের রিসালা জমা করানোর পাশাপাশি প্রতি মাসে কিছু না কিছু যেমন ২৬টি রিসালা অপর ইসলামী ভাইদের মাঝে বন্টন করা, যাদেরকে রিসালা দিবেন, তাদের নাম, ফোন নম্বরও যেন আপনার নিকট সংরক্ষিত থাকে, তাদের কখনো কখনো মাদানী ইনআমাতের উপর আমলের জন্য ইনফিরাদি কৌশিশও করতে থাকুন আর মাদানী ইনআমাতের রিসালা উসুল করার জন্যও ব্যবস্থা করা। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনরা নিজেও তাঁদের আমলের পরিসংখ্যান করতেন এবং অপরকেও এর মানসিকতা প্রদান করতেন। আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ বলেন: হে লোকেরা! নিজের আমলের হিসাব করে নাও, এর পূর্বে যে, কিয়ামত এসে যাবে এবং তোমার কাছ থেকে হিসাব নেওয়া হবে।

(হিলইয়াতুল আউলিয়া, ওমর বিন খাত্তাব, ১/৮৮, নম্বর-১৩৫)

শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه সহজ এবং উত্তমভাবে ফিক্‌রে মদীনা (নিজের আমলের পরিসংখ্যান) করা সম্পর্কে আমাদের যে নির্দেশনা দিয়েছেন, তা আসলেই সুন্দর এবং অনুসরন যোগ্য, তিনি এই ফিতনা ফ্যাসাদের যুগে সহজভাবে নেক কাজ করা ও গুনাহ থেকে বাঁচার নিয়মাবলী সমৃদ্ধ শরীয়াত ও তরিকতের সমন্বিত সমষ্টি **"মাদানী ইনআমাত"** নামে প্রশ্নাবলী আকারে প্রদান করেছেন। ইসলামী ভাইদের জন্য ৭২টি, ইসলামী বোনদের জন্য ৬৩টি, দ্বীনি ছাত্রদের জন্য ৯২টি, দ্বীনি ছাত্রীদের জন্য ৮৩টি, মাদানী মুন্না ও মুন্নিদের জন্য ৪০টি,

www.dawateislami.net

বিশেষ (অর্থাৎ বোবা, বধির) ইসলামী ভাইদের জন্য ২৭টি মাদানী ইনআমাত প্রদান করেছেন। আসুন! মাদানী ইনআমাতের রিসালার একটি মাদানী বাহার লক্ষ্য করুন।

মাদানী ইনআমাতের রিসালার বরকত

বাবুল মদীনা (করাচী) এর এলাকা নিউ করাচীর এক ইসলামী ভাইয়ের কিছুটা এরূপ বর্ণনা: এলাকার মসজিদের ইমাম সাহেব যিনি কিনা **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন, তিনি ইনফিরাদি কৌশিশ করে আমার বড় ভাইজানকে একটি মাদানী ইনআমাতের রিসালা উপহার দিলেন, তিনি তা বাড়ি নিয়ে এলেন এবং পাঠ করে আশ্চার্য হয়ে গেলেন যে, এই সংক্ষিপ্ত একটি রিসালায় মুসলমানদেরকে জীবন অতিবাহিত করার এমন সুন্দর ফর্মূলা দেয়া হয়েছে। মাদানী ইনআমাতের রিসালা পাওয়ার বরকতে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ তিনি নামাযের প্রেরণা পেলেন এবং জামাআত সহকারে নামায আদায়ের জন্য মসজিদের উপস্থিত হয়ে যেতেন আর এখন একেবারে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযী হয়ে গেছেন, দাঁড়ি মোবারকও সাজিয়ে নিয়েছেন এবং মাদানী ইনআমাতের রিসালাও পূরণ করে থাকেন।

মাদানী ইনআমাত কে আমিল পে হার দম হার গড়ী, ইয়া ইলাহী! খুব বরসা রহমতোঁ কি তু ঝড়ি।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

আউলিয়ায়ে কিরামের কোরবানী সমূহ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দ্বীনে ইসলামের সরল পথ-নিদের্শনা সম্বলিত উজ্জল শিক্ষা দ্বারা পুরো জগতকে আলোকিত করতে আউলিয়ায়ে কিরাম এবং **আল্লাহ্ তায়ালা**র নেক বান্দারাও শুধুমাত্র **তাঁরই** সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যই অসংখ্য কোরবানী দিয়েছেন। শাহানশাহে বাগদাদ, হুযুরে গাউসে পাক হযরত সায়্যিদুনা শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ মাত্র ১৭ বছর (অপর এক বর্ণনানুযায়ী ১৮ বছর) বয়সে নিজের মায়ের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে জিলান শরীফ থেকে বাগদাদে মুয়াল্লায় সফর করেছেন। ছাত্রাবস্থায় ক্ষুধা, পিপাসা, উপবাস এবং নির্জনবাসের পরীক্ষায় ধৈর্য্য ও দৃঢ়তার সহিত প্রতিষ্ঠিত থেকে মহান মর্যাদা পেয়েছেন এবং সারা জীবন দ্বীন ইসলামের প্রসার এবং নেকীর দাওয়াতের জন্য ওয়াকফ করে দিয়েছেন।

(কালাইদুল জাওয়াহের, ১০ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

ওহ কিয়া মরতাবা এ্যয় গাউস হে বালা তেরা, উঁচে উচোঁ কে সরোঁ সে কদম আলা তেরা।
(হাদায়িকে বখশীশ, ১৯ পৃষ্ঠা)

খাজা গরীবে নেওয়াজের কোরবানী

সুলতানুল হিন্দ, খাজা গরীবে নেওয়াজ মঈনুদ্দীন চিশতী আজমিরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ প্রায় ১৬ বছর বয়সেই বুখারা, সমরকন্দ, নিশাপুরের সফর করেন। যখন **মদীনার তাজেদার, হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে মদীনায়ে মুনাওয়ারায় উপস্থিত হলে তখন মঈনুদ্দীন (দ্বীনের সাহায্যকারী) উপাধী দান করা হয় এবং নেকীর দাওয়াতের উদ্দেশ্যে ভারতের শহর আজমিরে যাওয়ার আদেশ হয়। তাঁর নেকীর দাওয়াতের বরকতে অসংখ্য অমুসলিম ইসলাম ধর্ম গ্রহন করেন। তাঁর পুরো জীবন **রাসূলে হাশেমী, মক্কী মাদানী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহান বানী সমূহকে প্রসার করার জন্য ওয়াকফ করে দেন। (আল্লাহ্কে খাস বান্দে আবদুহু, ৫০৮ থেকে ৫১৩ পৃষ্ঠা)

ইয়া খাজা! করম কিজিয়ে হোঁ যুলমতে কাফুর, বাতিল নে বড়ে জোড় সে সর আপনা উঠায়া।
(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৫৩২ পৃষ্ঠা)

দাতা সাহেবের কোরবানী!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দ্বীনে ইসলামের শিক্ষাকে প্রসার করার জন্য হুযুর দাতা গঞ্জেবখশ আলী হাজবেরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ঘর বাড়ি ছাড়ার কোরবানী দিয়েছেন, গযনি শহরের (আফগানিস্তান) হাজবেরী মহল্লা থেকে সফর করেন এবং মারকাযুল আউলিয়া লাহোরকে নিজের অবস্থানের এবং দাফনের স্থান হিসেবে নির্বাচন করেন। এমনিভাবে আরো অনেক আউলিয়ায়ে কিরামগণ আরাম ও আয়েশ এবং নিজের ঘর বাড়ি ছেড়েছেন, কষ্ট সহ্য করেছেন, জীবনকে ওয়াকফ করে দিয়েছেন এবং জীবন কোরবান করেছেন।

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর কোরবানী

শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর মোবারক জীবনও সুন্নাতকে পূনরোজ্জীবিত করতে এবং **নবীয়ে রহমত, শাফিয়ে উম্মত** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রিয় উম্মতদের সংশোধনের জন্য ওয়াকফ করেছেন। তিনি তবলীগে কোরআন ও সুন্নাতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**কে বাবুল মদীনা

www.dawateislami.net

করাচীতে শুরু করেন এবং আজ اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ **দা'ওয়াতে ইসলামী**র এই বার্তা সারা দুনিয়া ছড়িয়ে পড়েছে। উম্মতের সংশোধনের মহান ও পবিত্র প্রেরণায় অনেক কিতাবরে পাশাপাশি জগৎ বিখ্যাত, পাকিস্তানের সবচেয়ে বেশি প্রকাশিত, অসংখ্য সুন্নাতের সমষ্টি **"ফয়যানে সুন্নাত"** এর মতো মহান কিতাব এবং বিভিন্ন বিষয়ের উপর অনেক কিতাব ও রিসালাও লিখেছেন। আক্বিদা ও আমলের সংশোধনের জন্য অসংখ্য বিষয়ে বয়ান, শরয়ী, সাংগঠনিক, ঐতিহাসিক এবং চিকিৎসা ইত্যাদির জ্ঞানে সমৃদ্ধ মাদানী মুযাকারার ধারাবহিকতা অনেক বছর ধরে চলে আসছে। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَلٰى اِحْسَانِه

শাহা আত্তার পর হার আ'ন রহমত কি নযর রাখনা,
করে দিন রাত ইয়ে সুন্নাত কি খেদমত ইয়া রাসূলাল্লাহ্!
(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৩৩২ পৃষ্ঠা)

নফসের কোরবানী

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه ১৪২৪ হিজরি সনে ঈদুল আযহার সময় দেশের বাইরে ছিলেন। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র অনেক যিম্মাদার ইসলামী ভাইয়ের খুবই জোড়াজোড়িতে তিনি ঈদুল আযহা পাকিস্তানে উদযাপন করার অঙ্গীকার করে নিলেন কিন্তু ঈদের মাত্র কয়েকদিন পূর্বেই মেইলের মাধ্যমে এই বার্তা প্রেরণ করলেন: বৃহস্পতিবার (৮ যিলহাজ্জাতুল হারাম ১৪২৪ হিজরি) ফ্লাইট ছিলো, বুধবার মনের মাঝে ছটফট শুরু হলো। আমি অনেক ভাবলাম এবং এই সিদ্ধান্তে পৌঁছালাম যে, আমি ঈদ বাবুল মদীনায় এসে অনেক ধুমধামের সহিত উজ্বল পরিবেশে বাচ্চা, পরিবার এবং অসংখ্য ইসলামী ভাইদের সাথে উদযাপন করবো। বাবুল মদীনা আসাতে নফসের অনুসরন করা হবে এবং বিদেশে থেকে লেখনীর কাজ করাতে আখিরাতের উন্নতি, পাকিস্তানে সাধারণের ভিড়ে গুনাহের আধিক্য এবং এখানে একাকিত্বের কারণে গুনাহ থেকে বাঁচার উপায়, সাধারণের ভিড়ে মুখ ও চোখের হিফাযত খুবই কষ্টকর আর এখানে নিজের ঘরে মুখ এবং চোখের কুফ্লে মদীনা اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ ভালভাবে করা যায়। (এই জন্যই) ভাবলাম, এবার বাবুল মদীনা গিয়ে নফসকে খুশি করার পরিবর্তে দ্বীনের গুরুত্বপূর্ণ কাজ করার প্রকাশ্যভাবে কোন অবস্থা দেখা যাচ্ছে না, কোরবানীর দিন এবং প্রকাশ্য যে, কোরবানী হচ্ছে তাই, যা নফসের

www.dawateislami.net

কষ্ট হয়, সুতরাং নফসের কোরবানী দেয়াই উপযুক্ত, তাই! আখিরাতের সাফল্যের প্রতি দৃষ্টি রেখে আমি বাবুল মদীনা আসার ইচ্ছাকে স্থগিত করে দিলাম।

(তা'রুফে আমীরে আহলে সুন্নাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)

"ঈমানী চেতনা, হোসাঈনী দুলহা" ও "আবু জাহেলের মৃত্যু" রিসালার পরিচিতি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! পূর্ববর্তী বুযুর্গদের বর্ণনাকৃত একনিষ্ঠতায় ভরপুর মহৎ কোরবানী সম্বলিত ভাবনা প্রসূত ঘটনাবলী শুনে মনে হতে পারে যে, আমাদেরও **আল্লাহ্ তায়ালার** সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কোরবানী দেয়ার মানসিকতা তৈরী করতে হবে। পূর্ববর্তী বুযুর্গানে কিরামের কোরবানী সম্পর্কীত আরো জ্ঞানার্জনের জন্য আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর লিখিত রিসালা **"ঈমানী চেতনা, হোসাঈনী দুলহা** এবং **আবু জাহেলের মৃত্যু"** তিনটি অধ্যয়ন করা খুবই উপকারী। মুসলমানদেরও **আল্লাহ্ তায়ালার** সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে তাঁরই পথে কোরবানী দেয়ায় অভ্যস্ত বানাতে পূর্ববর্তীদের স্মারক, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه তাঁর এই অনন্য রিসালা সমূহে সাহাবায়ে কিরাম এবং অন্যান্য বুযুর্গানে দ্বীনদের رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْن বীরত্ব এবং **আল্লাহ্ তায়ালার** রাস্তায় দ্বীনে মতিনের জন্য পেশকৃত অতুলনীয় ও অনুপম এবং চমৎকার কোরবানী সমৃদ্ধ ভাবাবেগ পূর্ণ ঘটনাবলীকে খুবই সুন্দর এবং সহজভাবে লিপিবদ্ধ করেন, সুতরাং আজই মাকতাবাতুল মদীনার স্টল থেকে এই তিনটি রিসালা উপযুক্ত মূল্যে সংগ্রহ করে নিজেও পড়ুন এবং অপর ইসলামী ভাইদেরকেও উপহার স্বরূপ দিন। **দা'ওয়াতে ইসলামীর** ওয়েব সাইট www.dawateislami.net থেকেও এই কিতাবটি পড়তে পারবেন, ডাউনলোড (Download) এবং প্রিন্ট আউট (Print Out)ও করতে পারবেন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

দ্বীন ইসলামে কোরবানীর গুরুত্ব

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্ণনাকৃত কোরবানীর ঘটনাবলী থেকে আমরা এই মাদানী ফুল অর্জন করেছি যে, আমরা নিজের মাঝে ধৈর্য্য ও কৃতজ্ঞতার মতো অভ্যাস সৃষ্টি করার চেষ্টা করি এবং **আল্লাহ্ তায়ালার** পথে কোরবানী দেয়ার মানসিকতা তৈরি করি, যেন প্রয়োজনে কোন দ্বিধাদ্বন্দ ছাড়াই আমরা **আল্লাহ্ তায়ালার** পথে কোরবানী

www.dawateislami.net

দিতে পারি। এই পছন্দনীয় এবং নেক গুণাবলীগুলো নিজের মাঝে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য একটি উত্তম পদ্ধতি এটাও যে, আমরা আমাদের পূর্ববর্তী বুযুর্গদের চরিত্র ও আচরন সমূহ অধ্যয়ন করি, যখন আমরা আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এবং আউলিয়ায়ে এযামদের رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام ঘটনাবলী পড়বো, তবে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ তাঁদের সদকায় আমাদেরও কোরবানী দেয়ার এবং বিপদে ধৈর্য্যধারন করার মানসিকতাও তৈরি হবে। আজ আমরা হযরত সায়্যিদুনা **ইব্রাহিম** عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এর সম্পর্কে শুনলাম। তাঁর পুরো জীবন **আল্লাহ্ তায়ালা**র আনুগত্যতায় অতিবাহিত হয়েছে, **আল্লাহ্ তায়ালা**র আদেশে নিজের মন প্রাণ বিসর্জন করাকে আমলি ভাবে প্রদর্শন করেছেন, এমনকি চাঁদের মতো ফুটফুটে সন্তানকেও **আল্লাহ্ তায়ালা**র পথে কোরবান করতে দ্বিধা করেননি। **আল্লাহ্ তায়ালা**র তাঁর এই আচরণ এমন পছন্দ হলো যে, সকল উম্মতে মুসলিমার জন্য আদেশ দিলেন যে, তোমরাও আমার খলিল (عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام) এর এই আচরনের উপর আমল করতঃ পশু যবেহ করো।

প্রত্যেক লোমের পরিবর্তে একটি নেকী

হযরত সায়্যিদুনা যায়িদ বিন আরকাম رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ বলেন: সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আরয করলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! এই কোরবানী কি? **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: তোমাদের পিতা **ইব্রাহিম** عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এর সুন্নাত। সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আরয করলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! এতে আমাদের জন্য কি সাওয়াব রয়েছে? ইরশাদ করলেন: প্রত্যেক লোমের পরিবর্তে একটি করে নেকী রয়েছে। আরয করলেন: আর (ভেড়ার) লোমে? ইরশাদ করলেন: এর প্রত্যেকটি লোমের পরিবর্তেও একটি নেকী।

(ইবনে মাযাহ, কিতাবুল আদহা, বাবু সাওয়াবুল আদহা, ৩/৫৩১, নম্বর-৩১২৭)

কোরবানী সুরক্ষিত হয়ে থাকে

অপর এক স্থানে ইরশাদ করেন: হে লোকেরা! খুশি মনে কোরবানী করো এবং এর (পশুর) রক্তে **আল্লাহ্ তায়ালা**র সন্তুষ্টি এবং প্রতিদানের আশা রাখো, যদিও তা মাটিতে পতিত হয়, কেননা তা **আল্লাহ্ তায়ালা**র নিরাপত্তায় পতিত হয়ে থাকে।

(মু'জামুল আওসাত, ৬/১৪৮, হাদীস নং-৮৩১৯)

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মনে রাখবেন! যে ব্যক্তির উপর শরীয়াতের মূলনীতির কারণে কোরবানী ওয়াজিব হয়, তার কোরবানী সম্পর্কীত মাসআলা শিখাও আবশ্যক। বর্তমান যুগে ইলমে দ্বীন থেকে দূরত্বের কারণে মুসলমানরা এই অত্যাবশ্যকীয় ফরযকেও যথাযথ ভাবে আদায় করতে পারে না, আমাদের সমাজের একটি বিরাট অংশ এমন, যাদের দ্বীনি জ্ঞানের অবস্থা এরূপ যে, একই ঘরে বসবাসরত আলাদা আলাদা নিসাবের মালিক ব্যক্তিরা পুরো পরিবারের পক্ষ থেকে একটি ছাগলই কোরবানী করে দেয়, জি হ্যাঁ! একটি ছাগল বা দুম্বার কোরবানীতেও ২/৩ জন ভাইয়ের অংশ মিলিয়ে নেয়া হয়। কোরবানীর জন্য পশু কেমন হওয়া উচিৎ? বা কিরূপ ত্রুটির কারণে কোরবানী হবে না? এগুলো জানেই না এবং তারা কোরবানী করার পর এই ভাবনায় মত্ত থাকে যে, আমারাও সুন্নাতে ইব্রাহিমীর উপর আমল করেছি আর আমাদের ওয়াজিব আদায় হয়ে গেছে, অথচ তাদের অধীনে ওয়াজিব আদায় অবশিষ্ট রয়ে যায়, সুতরাং কোরবানীর বিধানাবলীর জ্ঞান থাকা আবশ্যক। কোরবানীতে সম্মুখীন হওয়া মাসআলা সম্পর্কীত শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর ৪৮ পৃষ্ঠা সম্বলিত রিসালা **"ঘোড়ার আরোহী"** বা মাকতাবাতুল মদীনার প্রকাশিত কিতাব **"বাহারে শরীয়াত"** এর ৩য় খন্ডের ১৫তম অংশ থেকে কোরবানীর বিধানাবলী অধ্যয়ন করে নিন বা দারুল ইফতার স্বরনাপন্ন হোন।

কোরবানীর পশুর চামড়া দা'ওয়াতে ইসলামীকে প্রদান করুন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ তবলীগে কোরআন ও সুন্নাতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী** দ্বীনের খেদমতে প্রায় ১০৪টি বিভাগে সুন্নাতের খেদমত করে যাচ্ছে। এই সকল বিভাগ পরিচালনা করতে মাসে কোটি কোটি টাকা খরচ হয়। আমাদেরও সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাজে উন্নতির সাধনের লক্ষ্যে নিজের পরিবার, আত্মীয় স্বজন এবং পাড়া-প্রতিবেশীদের পাশাপাশি বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে গিয়ে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র বিভাগের পরিচয় তুলে ধরে কোরবানীর পশুর চামড়া জমা করারও ভরপুর চেষ্টা করতে হবে

www.dawateislami.net

এবং নিজের বন্ধু বান্ধবদেরকে এই উৎসাহও প্রদান করুন যে, তারাও যেন নিজের কোরবানীর পশুর চামড়া **দা'ওয়াতে ইসলামী**কে দিয়ে নেকীর কাজে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে অংশগ্রহন করার সৌভাগ্য অর্জন করে।

"ওলামা মাশায়িখের সাথে যোগাযোগ মজলিশ"

আসুন! নিজের মাঝে মাদানী কাজ করার আগ্রহকে জাগ্রত করতে এবং নিজের জ্ঞান বৃদ্ধি করার নিয়্যতে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ **"ওলামা মাশায়িকের সাথে যোগাযোগ মজলিশ"** এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি শ্রবণ করি। মনে রাখবেন **"ওলামা মাশায়িকের সাথে যোগাযোগ মজলিশ"** এর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সুন্নী ওলামায়ে কিরাম ও মাশায়িখে এযাম যেমন মসজিদের ইমাম, খতিব এবং তরিকতে পীরগণ ইত্যাদিদেরকে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র দ্বীনি খেদমত সম্পর্কে অবহিত করা, মাদানী কাজে তাঁদের সাহায্য অর্জন করা, তাঁদের দোয়া নেয়া এবং সুন্নী জামেয়া ও মাদরাসায় মাদানী কাজের ব্যবস্থা করা, সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমা ও সাপ্তাহিক মাদানী মুযাকারা, বিভিন্ন তারবিয়্যতী ইজতিমায় সুন্নী জামেয়া ও মাদরাসার ছাত্রদের অংশগ্রহন করানো, তাদের জন্য উপযুক্ত মেহমানদারীর ব্যবস্থা করা যেন এই পর্যায়ে **দা'ওয়াতে ইসলামী** সম্পর্কে ভাল মন্তব্য প্রতিষ্ঠিত হয়, তাদের দোয়া এবং তাদের নির্দেশনার বরকতে যেন **দা'ওয়াতে ইসলামী** আরো উন্নতির পথ অতিক্রম করে চলতে পারে।

আল্লাহ্ তায়ালা দা'ওয়াতে ইসলামী এবং **"ওলামা মাশায়িখের সাথে যোগাযোগ মজলিশ"** কে আরো উন্নতি দান করুক।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

আল্লাহ্র দয়া হয় যেন তোমার এই ধরাতে, হে দা'ওয়াতে ইসলামী তোমার সাড়া পড়ে যাক।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

আবু আত্তারের বরকতময় আলোচনা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যুল হিজ্জাতিল হারাম মাসে শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর সম্মানিত পিতার ওফাত হয়েছিলো, এরই প্রসঙ্গে তাঁর চরিত্র সম্পর্কে কিছু শ্রবণ করি। তাঁর সম্মানিত পিতা হাজি আব্দুর রহমান

www.dawateislami.net

কাদেরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ নেককার, পরহেযগার ও পবিত্র এবং শরীয়াত ও সুন্নাতের অনুসারী ছিলেন, তাঁর অভ্যাস ছিলো যে, অধিকাংশ সময় দৃষ্টি নিচের দিকে রেখে চলাফেরা করতেন, তাঁর অন্তরে দুনিয়াবী ধন-সম্পদ জমা করা লোভ একেবারেই ছিলো না। তিনি মসজিদকে ভালবাসতেন এবং এর অনেক খেদমত করতেন। ১৯৭৯ সালে যখন শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه "কলম্বো" তাশরীফ নিয়ে গেলেন তখন তনি সেখানকার মানুষদেরকে তাঁর পিতার প্রতি খুবই প্রভাভিত হিসেবে দেখতে পান, কেননা তিনি সেখানকার আলিশান হানাফি মেমন মসজিদের ব্যবস্থাপনা পরিচালনা করতেন এবং এই মসজিদের অনেক খেদমতও করেছিলেন। তিনি সিলসিলায়ে আলীয়া কাদেরীয়ায় বাইয়াত ছিলেন এবং কসীদায়ে গাউসিয়ার ওযীফা পড়তেন, কলম্বোয় অবস্থানকালে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর খালু কথাবার্তার একফাঁকে তাঁকে বললেন যে, আমি স্বয়ং নিজের চোখে দেখেছি যে, যখনই খাটে (Bedstead) বসে আপনার পিতা কসীদায়ে গাউসিয়া পড়তো তখন তাঁর খাট মাটি থেকে উপরে উঠে যেতো।

হজ্বের সফরে ওফাত

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه দুগ্ধপোষ্য বয়সেই ছিলেন যখন তাঁর সম্মানিত পিতা ১৩৭০ হিজরিতে হজ্বের সফরে যাত্রা করেছিলেন। হজ্বের দিন গুলোতে মিনায় প্রচন্ড গরম বাতাসের কারণে অনেক সম্মানিত হাজী মৃত্যুবরণ করেছিলো, আবু আত্তার হাজি আব্দুর রহমান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ও সামান্য অসুস্থতার পর ১৪ই যিলহজ্ব ১৩৭০ হিজরিতে এই দুনিয়া থেকে বিদায় নিলেন।

(তা'রুফে আমীরে আহলে সুন্নাত, ১১ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ্ তায়ালার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে পূর্ববর্তী বুযুর্গানে কিরামের কোরবানী সম্পর্কে আমরা শুনার সৌভাগ্য অর্জন করলাম।

❀ **রহমতে আলামিয়ান, মক্কী মাদানী সুলতান** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অসংখ্য কোরবানী দিয়েছেন, **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দেওয়া কোরবানী সম্পর্কে কেইবা অবগত নয়, কাফেরদের উগ্রতা ও নিষ্ঠুরতার তুফান চলতে থাকে, কখনো অত্যাচার

www.dawateislami.net

ও নিপীড়নের পাহাড় ভেঙ্গে পড়লো, কখনোবা বিভিন্ন ধরণের অপবাদ আরোপন করা হয়েছে। **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে (**আল্লাহ্**র পানাহ!) মিথ্যাবাদী, জাদুকর বলা হয়েছে, রাস্তায় কাঁটা বিছিয়ে দেয়া হয়েছে, পাথর বর্ষন করা হয়েছে, **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এবং **তাঁর** প্রতি ঈমান আনয়নকারীদের উপর মারত্মকভাবে আক্রমন করা হয়েছে।

❀ আম্বিয়ায়ে কিরাম, সাহাবায়ে কিরাম এবং পরবর্তীতে আসার বুযুর্গানে দ্বীনরা নিজ নিজ মর্যাদা অনুযায়ী **আল্লাহ্ তায়ালা**র পথে কোরবানী দিয়েছেন এবং কোরবানী দেয়ার এই ধারাবহিকতা আজও চলমান রয়েছে।

❀ **আল্লাহ্ তায়ালা**র পথে কোরবানী দেয়ার শুরু আদম عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর যুগ থেকেই হয়েছিলো এবং এটি আম্বিয়ায়ে কিরামের عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام মোবারক পদ্ধতি।

❀ হযরত সায়্যিদুনা ইব্রাহিম عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام **আল্লাহ্ তায়ালা**র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে শুধু নিজের সন্তান এবং পরিবারকে নির্জন মরুভুমিতে একা রেখে এসে মহৎ কোরবানীর সৌভাগ্য অর্জন করেননি বরং **আল্লাহ্ তায়ালা**র পথে নিজের সন্তানকে কোরবানী করতেও দ্বিধাবোধ করেননি।

❀ আম্বিয়ায়ে কিরামগণ **আল্লাহ্ তায়ালা**র পথে অনেক কষ্ট সহ্য করেছেন, এমনকি একদিনে ৪৩জন নবীকে শহীদ করা হয়েছে।

❀ আম্বিয়ায়ে কিরামদের **আল্লাহ্ তায়ালা**র পবিত্র সত্তার প্রতি পরিপূর্ণ ভরসা ছিলো, সুতরাং এই কারণেই যে, হযরত সায়্যিদুনা ইব্রাহিম عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام নিজের কলিজার টুকরো হযরত ইসমাঈল عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام কে **আল্লাহ্ তায়ালা**র পথে কোরবানী করার জন্য সাথেসাথেই প্রস্তুত হয়ে গেলেন।

❀ আম্বিয়ায়ে কিরামগণ **আল্লাহ্ তায়ালা**র পথে আগত বিপদাপদকে সানন্দে সহ্য করেছেন এবং সুদৃঢ় ছিলেন।

❀ পুর্ববর্তী বুযুর্গানে কিরামগণ **আল্লাহ্ তায়ালা**র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে দুনিয়াবী মন্ত্রীত্ব এবং পদকে আনন্দচিত্তে কোরবানী করে দিতেন।

❀ পুর্ববর্তী বুযুর্গানে কিরামগণ **আল্লাহ্ তায়ালা**র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে নিজের প্রাণ, ঘর বাড়ি এমনকি বংশকেও কোরবান করতে দ্বিধা করতেন না।

❀ পুর্ববর্তী বুযুর্গানে কিরামগণের জীবনের প্রতিটি মুহুর্ত **আল্লাহ্ তায়ালা**র সন্তুষ্টি মূলক কাজের জন্য ওয়াকফ ছিলো।

www.dawateislami.net

আল্লাহ্ তায়ালা পুর্ববর্তী বুযুর্গানে কিরামগণের সদকায় আমাদেরও **আল্লাহ্ তায়ালার** সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কোরবানী দেয়ার প্রেরণা নসীব করুন।

اٰمِين بِجَاہِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দেতে হে ফয়য আ'ম আউলিয়ায়ে কিরাম,
লুটনে সব চলেঁ কাফেলে মে চলো।
আউলিয়া কা করম, তুম পে হো লা জরম,
খুব জলওয়ে মিলে, কাফেলে মে চলো। (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৬৭১-৬৭২ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ান শেষ করার পূর্বে সুন্নাতের ফযীলত এবং কতিপয় "সুন্নাত ও আদব" বয়ান করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। **মদীনার তাজেদার, হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে ভালবাসলো সে (মূলত) আমাকে ভালবাসলো আর যে আমাকে ভালবাসলো সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে।" (মিশকাতুল মাসাবীহ, ২য় খন্ড, ৫৫ পৃষ্ঠা, হাদীস-১৭৫)

সীনে তেরী সুন্নাত কা মদীনা বনে আক্বা,
জান্নাত মে পরোসী মুঝে তুম আপনা বানানা।

সফরের সুন্নাত ও আদব

আসুন! সফর করার কিছু সুন্নাত ও আদব শ্রবণ করি: ❀ সম্ভব হলে বৃহস্পতিবার সফর শুরু করুন কেননা বৃহস্পতিবার সফর শুরু করা সুন্নাত। (আশ'আতুল লুম'আত, ৫/১৬১) ❀ যদি সম্ভব হয় রাতের বেলায় সফর করুন, কেননা রাতের সফর তাড়াতাড়ি শেষ হয়। ❀ যদি কিছু ইসলামী ভাই মিলে কাফেলার আকারে সফর করে তখন কোন একজনকে আমীর বানিয়ে নিন। ❀ সফরে বের হওয়ার সময় আত্মীয় ও বন্ধু বান্ধব থেকে নিজের ভুল ভ্রান্তি ক্ষমা করিয়ে নিন এবং যার কাছ থেকে ক্ষমা চাওয়া হয় তার উচিত যেন অন্তর থেকে ক্ষমা করে দেয়া। (বাহারে শরীয়াত, ৬ষ্ঠ অংশ, ১০৫৬ পৃষ্ঠা) ❀ যখনই আমরা সফরে যাত্রা করি তখন আমাদের পরিবার পরিজন, ধন সম্পদ **আল্লাহ্ তায়ালার** দরবারে সোপর্দ করা উচিত, কেননা **আল্লাহ্ তায়ালাই** সবচেয়ে

www.dawateislami.net

উত্তম হেফাজতকারী। ❀ ট্রেন বা বাস ইত্যাদির মধ্যে بِسْمِ اللّٰه، اَللّٰهُ اَكْبَرُ، سُبْحَانَ اللّٰهِ এবং اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ প্রত্যেকটি তাসবীহ ৩ বার আর لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰه একবার পড়ুন। অতঃপর একবার পড়ুন: سُبْحٰنَ الَّذِیْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِیْنَ ۙ﴿۱۳﴾ وَ اِنَّاۤ اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ ﴿۱۴﴾ (পারা ২৫, সূরা যুখরুফ, আয়াত ১৩, ১৪) **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** "পবিত্রতা তাঁরই যিনি এই যানবাহনকে আমাদের বশীভুত করে দিয়েছেন; অথচ সেটা আমাদের বশীভূত হবার ছিল না; এবং নিশ্চয় আমাদেরকে আপন প্রতিপালকের দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।" (ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ১০/৭২৮) ❀ সফর থেকে ফিরে আসার সময় ঘরের অধিবাসীদের জন্য কোন উপহার নিয়ে আসুন, কেননা এটা সুন্নাতে মোবারাকা। **সারওয়ারে কায়িনাত, ফখরে মওজুদাত, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যখন সফর থেকে কেউ ফিরে আসে তখন যেন ঘরের বাসিন্দাদের জন্য কিছু না কিছু উপহার নিয়ে আসে। যদিওবা নিজের থলেতে পাথর ভর্তি করে নিয়ে আসে।"

(কানযুল উম্মাল, ৬/৩০১, হাদীস নং- ১৭৫০২)

বিভিন্ন সুন্নাত শিখার জন্য মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ২টি রিসালা, ২৪ পৃষ্ঠা সম্বলিত **"১০১ মাদানী ফুল"** এবং ৪৩ পৃষ্ঠা সম্বলিত **"১৬৩ মাদানী ফুল"** হাদিয়া দিয়ে সংগ্রহ করে পাঠ করুন। সুন্নাত প্রশিক্ষনের একটি সর্বোত্তম মাধ্যম হচ্ছে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসূলের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ

الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **তাজেদারে মদীনা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সম, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সাদিসাতু ওয়াল খামসূন, ১৫১ পৃষ্ঠা থেকে সংকলিত)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।" (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুল হাদীয়াতু আশারা, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। (আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ
صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللّٰهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সানিয়াতু ওয়াল খামসূন, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **হুযরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে।" (আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

উম্মতের শাফায়াতকারী, নবী করীম, রাউফুর রাহীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়।"

(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, কিতাবুয যিকর ওয়াদ দোয়া, ২, ৩২৯, হাদীস: ৩০)

www.dawateislami.net

(১) এক হাজার দিনের নেকী:

جَزَى اللّٰهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا থেকে বর্ণিত, **মক্কী মাদানী আক্বা, উভয় জাহানের দাতা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "এ দোয়া পাঠকারীর সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন।"

(মাজমাউয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, বাবু কাইফিয়াতুস সালাত...শেষ পর্যন্ত, ১০/২৫৪, হাদীস: ১৭৩০৫)

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللّٰهِ

رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ্** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ্ তায়ালা** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

ফরমানে মুস্তাফা صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم: যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো। (তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)

www.dawateislami.net